بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

কতিপয় নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবার ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ। পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং উপমহাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া এবং সাদকার তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

পূর্বে যে বদরী সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে কিছু বিষয় উল্লেখ করা বাকি ছিল যা আমি বর্ণনা করছি। আমি আজও এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব, তারপরে বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে যে ধারাবাহিক খুতবা বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম তা শেষ হবে।

হযরত আমীর বিন রাবিয়াহ (রা.) সম্পর্কে লেখা আছে যে, তাঁর পিতার নাম ছিল রাবিয়াহ বিন কাব বিন মালিক বিন রাবিয়াহ। তাঁর থেকেও কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন আমির রাবিয়াহ তাঁর মা হযরত উম্মে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, লায়লা বিনতে আবু হাসমাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা আবিসিনিয়ায় যাত্রা করতে যাচ্ছিলাম এবং আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) কোন কাজে কোথাও চলে গেলেন তখন হযরত উমর (রা.) যিনি তখনও শিরক অবস্থায় ছিলেন, সেখানে আসলেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন রওনা হব কিনা? আমি বললাম, 'হ্যাঁ! আল্লাহ্র কসম, আমরা আল্লাহ্র জমিনে যাব যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা আমাদের জন্য খুলে দেন। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছো এবং আমাদের উপর অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছ।' হযরত উমর (রা.) বললেন আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী হোন! তিনি বলেন, সেদিন হযরত উমর (রা.)-এর কণ্ঠে আমি এমন বিষণ্নতা দেখেছিলাম যা আগে কখনো দেখিনি। আমাদের দেশত্যাগ তাকে ব্যথিত করেছিল। হযরত আমির ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি উমর (রা.) ও তার বিষণ্নতা দেখেছ?' হযরত আমির জবাব দিলেন, 'তুমি কি চাও সে মুসলমান হোক? তখন তিনি বললেন, খত্তাব (রা.)'র গাধা মুসলমান হয়ে যেতে পারে কিন্তু সে ব্যক্তি কখনও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। হযরত লায়লা বলেন,

হযরত উমরের ইসলাম বিরোধিতা ও কঠোরতার কারণে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণে আমির এ কথা বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমির (রা.) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) আমাদেরকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমাদেরকে সফরে পাঠাতেন, তখন আমাদের কাছে পথের খাবার হিসাবে শুধু খেজুরের একটি বস্তা থাকত মাত্র। দলের নেতা আমাদের মাঝে এক মুঠো খেজুর বন্টন করতেন। ধীরে ধীরে তা শেষ হয়ে যেত, তারপর প্রত্যেকে আরও একটি একটি করে খেজুর পেত। আব্দুল্লাহ্ বলেন যে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে একটি খেজুর কি যথেষ্ট? তিনি বললেন, এমনটি বলবে না, কারণ আমরা এটির গুরুত্ব তখনই জানব যখন আমাদের তাও থাকবে না।

হযরত উমর (রা.) যখন তাঁর খেলাফতকালে খাইবার এলাকা থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেন, তখন হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) সেইসব লোকদের মধ্যে ছিলেন যাদের মধ্যে তিনি কুরা উপত্যকার জমি বণ্টন করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) যখন জাবিয়ায় যান, তখন আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত উমর (রা.)'র পতাকা হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.)'র কাছে ছিল। হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.)'র মৃত্যু নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে আল্লামা ইবনে আসাকিরের মতে ৩২ হিজরীর রেওয়ায়েতটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনিও তাঁর জানাযা ঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত নিজের বাড়িতেই থাকতেন।

হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি বনু ফাযারার এক মহিলাকে দুটি জুতার হক মোহরানায় বিয়ে করেছিল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিয়েকে জায়েয করেছেন। তার পিতার পক্ষ থেকে অন্য একটি রেওয়ায়েতে তিনি বলেন যে, তিনি মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরে রাতে উটের পিঠে নফল (নামায) পাঠ করতে দেখেছেন। তাঁর (সা.)-এর মুখ ছিল সেই দিকে যে দিকে উট যাচ্ছিল।

হযরত আমীর বিন রাবিয়াহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি এক অন্ধকার রাতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফর করছিলাম, যখন আমরা একটি স্থানে অবতরণ করলাম, তখন এক ব্যক্তি পাথর সংগ্রহ করে নামাযের জন্য একটি জায়গা তৈরি করল। সকালে দেখা গেল আমাদের মুখ কিবলার দিকে ছিল না। আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ **ওয়া লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ফা আয়নামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহে** অর্থাৎ 'এবং আল্লাহ্ পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, সুতরাং আপনি যেদিকেই ফিরবেন, সেখানেই আপনি আল্লাহ্‌র উপস্থিতি পাবেন।' অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝির কারণে এটা হয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। হুযুর আনোয়ার ব্যাখ্যা করেন যে, এটাও সম্ভব যে এই আয়াতটি বোঝানোর জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছেন। এটা যে সে সময়ে ওহী করা হয়েছিল তা জরুরী নয়।

হযরত আমির বিন রাবিয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন, তাই এখন আমার উপর কম অথবা অধিক দরূদ পাঠ করা আপনার ইচ্ছা। অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর শান্তি প্রার্থনা করে এবং যতক্ষণ সে এ অবস্থায় থাকে, ফেরেশতারাও তার জন্য আশিস কামনায় দোয়া করতে থাকে। অতএব, বান্দার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে যে সে চাইলে বেশি বার সালামতি (শান্তি ও নিরাপত্তার) জন্য দোয়া করবে এবং সে চাইলে কম করবে।

এর পর **হযরত হারাম বিন মুলহান (রা.)**-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)

সাহাবায়ে কেরামদের আত্মত্যাগের চেতনার বিষয়ে বলেন, আমরা ইতিহাস পড়ে জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে যুদ্ধে যেতেন যে তারা জানতেন যে যুদ্ধে শাহাদাতলাভ তাদের জন্য প্রকৃত স্বস্তি ও আনন্দের উৎস। তাই ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া যায় যে, সম্মানীয় সাহাবাগণ আধিক্য সহকারে তারা আল্লাহর পথে নিহত হয়ে প্রকৃত স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য আরবের একটি গোত্রে প্রচার করার জন্য মহানবী (সা.) যেসব হাফিজকে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে **হারাম বিন মালহান (রা.)** ইসলামের বার্তা নিয়ে আমির গোত্রের প্রধান আমির বিন তুফাইলের কাছে গিয়েছিলেন এবং বাকি সাহাবীরা পিছনে রয়ে গেছিলেন। শুরুতে আমির বিন তুফাইল ও তার সঙ্গীরা তাকে কপটভাবে স্বাগত জানায়। কিন্তু যখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বসলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন, তখন কিছু দুষ্কৃতকারী অপর একজন দুষ্কৃতিকে ইঙ্গিত করল এবং সে সংকেত পাওয়া মাত্রই হারাম বিন মালহানকে পেছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল এবং সে পড়ে গেল। আর সে পড়ে যেতেই তার জিহ্বা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল যে, **আল্লাহু আকবার ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বাতা** অর্থাৎ কাবার প্রতিপালকের শপথ, আমি মুক্তি পেয়েছি। অতঃপর এই দুষ্কৃতকারীরা বাকি সাহাবাদের ঘিরে ধরে তাদের উপর আক্রমণ করে। এ উপলক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুক্তকৃত গোলাম আমির বিন ফাহিরা (রা.) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তার হত্যাকারী নিজে, যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে, সে তার মুসলমান হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতো যে, আমির বিন ফাহিরাকে যখন আমি হত্যা করেছি, তখন তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা বের হয়ে গিয়েছিল, **ফুযতু ওল্লাহি** অর্থাৎ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছেছি। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, মৃত্যু সাহাবীদের জন্য দুঃখের পরিবর্তে আনন্দের কারণ ছিল।

পরবর্তী উল্লেখ **হযরত সাদ বিন খওলা (রা.)** এর। আমির বিন সাদ (রা.) তার পিতা সাদ বিন ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় আমাকে দেখতে আসেন। অসুস্থতার কারণে আমি মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌছে গেছিলাম। আমি বললাম আপনি আমার কষ্ট দেখেন। আমার উত্তরাধিকারী আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বললেন তৃতীয় অংশ সাদকা দান করুন। অতঃপর বললেন, ওয়ারিশদেরকে ভালো অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদের অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে দেওয়ার থেকে উত্তম। তুমি আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার সওয়াব পাবে, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে দেওয়া একটি টুকরোরও সওয়াব পাবে। হযরত সাদ বিন খওলা (রা.) হিজরতের পর মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তী উল্লেখ **হযরত আবুল হাইসাম বিন আল তিহান (রা.)** এর। তিনি মহানবী (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমিই সর্বপ্রথম আপনার কাছে বয়াতের অঙ্গীকার করেছি, আমি কিভাবে আপনার বয়াত করব ? তিনি (সা.) বললেন: বনী ইসরাঈল মূসা (আ.) এর কাছে যে বিষয়ে বয়াত করেছিল আপনিও আমার কাছে সেই বিষয়ে বয়াত করুন। যুদ্ধে তিনি (রা.) দুটি তরোয়াল ঝুলিয়ে রাখতেন, তাই তাকে যু আল-সাফিনও বলা হয়। সাফিনের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

অতঃপর **হযরত আসিম বিন সাবিত (রা.)**'র উল্লেখ আছে। ইমাম রাযী লিখেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের সময় যারা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটবর্তী ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আসিম বিন সাবিত (রা.)ও ছিলেন।

এরপরের উল্লেখ **হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)** আনসারীর। উহুদের যুদ্ধে যারা তাঁর (সা.) ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)'র কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমাইর বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) তার জানাযার নামাযে পাঁচটি তাকবীর পাঠ করেন, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যায়, তাই তিনি বলেন, ইনি সাহল বিন হুনায়েফ (রা.) যিনি বদরের মর্যাদাপ্রাপ্ত, এবং বদরের লোকেরা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ যারা বদরের লোক নয়। আমি আপনাদের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে দিতে চেয়েছিলাম।

এরপর **হযরত জব্বার বিন সাখর (রা.)** এর কথা উল্লেখ আছে। মহানবী (সা.) দেড় শতাধিক সাহাবীসহ

হযরত আলী (রা.)-কে পাঠান বনু তায়'এর মূর্তি 'ফুলাস' ভেঙ্গে ফেলার জন্য। তিনি হযরত আলী (রা.)কে একটি কালো পতাকা ও একটি ছোট সাদা পতাকা প্রদান করেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) সকালে আল্ হাতেম আক্রমণ করেন এবং তাদের মূর্তি 'ফুলাস' ধ্বংস করেন। এই সেনা অভিযানে পতাকা হযরত জব্বার বিন খিযর (রা.) এর কাছে ছিল।

হুজুর আনোয়ার বলেন, আমি যে সাহাবীদের উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম তা শেষ হয়েছে। এখন আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করতে চাই। কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সহজসাধ্যতা তৈরী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। যারা ন্যায়বিচার করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে অন্যায় করে তাদের প্রজ্ঞা দান করুন। এছাড়া বুরকিনা ফাঁসোর জন্যও দোয়া করুন, সেখানেও এখন কষ্ট রয়েছে এবং যারা সন্ত্রাসী, চরমপন্থী তারাও তাই করছে। তারা আল্লাহ্ ও রসূলের নামে জুলুম করছে। তারপর আলজেরিয়ার জনগণের জন্যও দোয়া করুন, সেখানে কিছু সরকারি কর্মকর্তা বা আদালত আছে যারা আহমদীদের উপর অন্যায় ধরণের নিপীড়ন চালাচ্ছে। আল্লাহ্ সবাইকে হেফাজত করুন। বিশেষ করে নামাজ ও সাদকার ওপর জোর দিন। আল্লাহ্ সবাইকে বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

পরিশেষে, হুজুর আনোয়ার ১৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানে শহীদ হওয়া শহীদ মুহাম্মদ রাশেদ সাহেব ইবনে চৌধুরী বাশারত আহমদ সাহেব এবং ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ সালে তুরস্কে আসা ভূমিকম্পে নিহত মা ও তার সন্তান আমানী বসাম আজলায়ি সাহেবা এবং সালাহ্ আব্দুল মাঈন কাতিশ, এছাড়া মাকসুদ আহমদ মুনীব সাহেব মুরুব্বী সিলসিলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করে ঘোষণা করেন যে তাদের সবার নামায জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
24 February 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in